দৈনিক বাংলা

...20/5/83...
...5...কলাম...4...

016

শিশু শিক্ষার গুরুত্ব বোঝাতে গণশিক্ষা কেন্দ্র

।। হাসান হাফিজ ।।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের মা-বাবা এবং অভিভাবকদের শিশু শিক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে অবহিত করার লক্ষ্যে সরকার গণশিক্ষা কেন্দ্র নামে নতুন ধরনের একটি ব্যবস্থা চালু করেছেন।

প্রথম পর্যায়ে পাইলট ভিত্তিতে সাতটি মহকুমার ৫০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে এই কেন্দ্র হিসেবে নির্বাচিত করা হয়েছে। দ্বিতীয় পর্যায়ে ২৫০টি প্র.না নির্বাচন করা হবে। এই নির্বাচনে প্রাধান্য দেয়া হবে উন্নীত থানাগুলোকে। উন্নীত থানা সমূহের থানা পরিষদকে এই কর্মসূচী বাস্তবায়নের দায়িত্ব দেয়া হবে।

গণশিক্ষা কেন্দ্রের উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির হার

(শেষ পৃঃ ২-এর কঃ দ্রঃ)

গণশিক্ষা কেন্দ্র

(১ম পৃঃ পর)

বাড়ানো, শিশুদের স্কুলে পড়াশোনায় উৎসাহিত করার ক্ষেত্রে স্থানীয় সমাজের সহযোগিতা লাভ।

প্রাথমিক স্তরে স্কুল বয়সী ছেলেমেয়েদের মধ্যে মাত্র শতকরা ৫৬ জন ভর্তি হয়। এর মধ্যে শতকরা ৬০ জন দ্বিতীয় শ্রেণীতে ওঠার আগেই স্কুল ত্যাগ করে এবং শতকরা ৮০ জন পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্তও পড়ার সুযোগ পায় না।

গণশিক্ষা কেন্দ্র কর্মসূচীতে প্রাইমারী স্কুলগুলো গোটা সমাজের শিক্ষার জন্যে ব্যবহৃত হবে এবং শিশুদের শিক্ষাই হবে এর প্রধান লক্ষ্য।

এই কর্মসূচীতে গৃহভিত্তিক বিভিন্ন কাজকে উৎসাহিত করা হবে। শাক-সবজির চাষ, হাঁস-মুরগী পালন এসব লাভজনক কাজে শিশুরা তাদের মা-বাবার সঙ্গে একত্রে কাজ করবে। প্রত্যেকটি কমিউনিটি শিক্ষা কেন্দ্রের জন্যে অভিভাবক সমিতি গঠন করা হবে।

শিক্ষক প্রশিক্ষণের মেয়াদ বৃদ্ধি

সরকার প্রাথমিক স্তরের শিক্ষক প্রশিক্ষণের বর্তমান এক বছর মেয়াদী প্রশিক্ষণকে দুই বছরে উন্নীত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

১৯৮৩ সালের শিক্ষাবর্ষ থেকে এই দু বছর মেয়াদী প্রশিক্ষণ চালু হবে। প্রশিক্ষণের মেয়াদ বাড়ানোর ফলে প্রাইমারী শিক্ষকদের শিক্ষকতার মান উন্নয়নে এ ব্যবস্থা আরো ফলপ্রসূ হবে বলে মন্ত্রণালয়ের একটি সূত্র আশা প্রকাশ করেন।

সরকার রাঙ্গামাটিতে একশ প্রশিক্ষণার্থীর জন্যে একটি নতুন পিটিআই স্থাপনের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এছাড়াও ভোলা, ময়মনসিংহ, কুষ্টিয়া এবং জয়পুরহাট পিটিআই-এর নির্মাণ কাজ শিগগির সম্পন্ন করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।

বেসরকারী হাই স্কুলের উন্নয়ন

আগামী অর্থ বছরে (৮৩-৮৪) চারটি বিভাগীয় শহর ছাড়া প্রতিটি জেলা শহরে দুটি করে বেসরকারী হাই স্কুলের উন্নয়ন কাজ হাতে নেয়া হবে।

এছাড়া ৩৭০টি থানায় একটি করে বেসরকারী হাই স্কুল উন্নয়ন প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত হবে। উন্নয়নের জন্যে স্কুল নির্বাচনের দায়িত্ব দেয়া হবে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের ওপর।

সরকার এ পর্যন্ত ৬৬৫টি বেসরকারী হাই স্কুলের উন্নয়ন কাজ হাতে নিয়েছেন। ২৯৫টি হাইস্কুলের উন্নয়ন কাজ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে।

বিশ্ববিদ্যালয়

সরকার গত এক বছরে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা খাতে দুটি প্রকল্প অনুমোদন করেন। প্রকল্প দুটি হচ্ছে: বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও পয়ঃপ্রণালী নিষ্কাশন গবেষণা ইনস্টিটিউট এবং বাংলাদেশ কারিগরি ও প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সাম্প্রতিক এক রিপোর্টে বলা হয়: গত এক বছর কালের প্রচেষ্টায় বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের শিক্ষাদান ব্যবস্থা নিয়মিত হয়ে ওঠে এবং পরীক্ষাসমূহেও মোটামুটি ভাবে সময়মত অনুষ্ঠিত হয়।

রিপোর্টে বলা হয়েছে: অত্যন্ত দুঃখের বিষয় বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গনের পবিত্রতা ও সুষ্ঠু শিক্ষার পরিবেশ বজায় রাখার এ শুভ প্রচেষ্টা রাজনীতির অনুপ্রবেশের ফলে বিঘ্নিত হয়। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ রাখতে হয় এবং তরুণ শিক্ষার্থীদের সময় ও শক্তির প্রভূত হানি ঘটে।